মালা প্রডাকসনের

দুই বেচারা

মালা প্রডাকসনের

দুই বেচারা

প্রযোজনা মালা প্রোডাকসন্স

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা :
দিলীপ কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালনা :
ভূপেন হাজারিকা
নৃত্য পরিচালনা ও নৃত্যে :
গোপীকৃষ্ণ (বম্বে)
আলোকচিত্র পরিচালনা :
বিভূতি চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা :
অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী, অমিয় মুখার্জী
নেপথ্য কণ্ঠদানে :
গীতা দত্ত (বম্বে), মান্না দে (বম্বে)
ও ভূপেন হাজারিকা
স্থিরচিত্র :
এড্না লরেঞ্জ
প্রচার পরিচালনা :
জী, এস, ডী
প্রচার অঙ্কনে : নির আর্ট

অভিনয়ে :

কালী ব্যানার্জী
বাসবী নন্দী
অনুপ কুমার
সন্ধ্যা রায়
কমল মিত্র
জহর রায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
অনিল চ্যাটার্জী

নবদ্বীপ হালদার - রাজলক্ষ্মী - শৈলেন মুখার্জী - সুশীল - শচী - জ্যোৎস্না - পশুপতি
সুরিটা - রমা - মণিমালা - সুমিত্রা - মোহিনী (বম্বে) - নবাগত জন্ হুইস্কী
নবগতা শেইলা - হুলাহুপ রানী পিঙ্কী রবিনসন

* * * * * *

গীতিকার : তেজোময় গুহা, পূলক বন্দোপাধ্যায় ও গুলজার (বম্বে)
চিত্রগ্রহণ : বীরেণ ভট্টাচার্য্য । সঙ্গীতগ্রহণ : কৌশিক । [মেহবুব ষ্টুডিও (বম্বে)]
শব্দানুলেখন : জে, ডী, ইরাণী । শিল্পনির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার । পটশিল্পী : অমিতাভ বর্দ্ধন । রূপসজ্জা : নিতাই সরকার । ব্যবস্থাপনা : হরেন সরকার

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : শান্তিরঞ্জন দে, আশীষ কুমার সেনগুপ্ত ও আন্সারুল হক্ । চিত্রগ্রহণ : কাজল চক্রবর্ত্তী । সম্পাদনা : দেবী চক্রবর্ত্তী । শব্দগ্রহণ : সিদ্ধী নাগ । সংগীত : জে, রিজবার্ট (বম্বে), এইচ, বিশ্বাস ও চিত্ত করাতি । আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন, অনিল, বিনয়, মনোরঞ্জন ও দেবেন । রূপসজ্জা : পরেশ ও গণেশ ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লুমস এণ্ড ক্র্যাফটস্ । মঞ্জুরী দেবী (শান্তি নিকেতন) । রঞ্জিৎ সেন । বি, বি মাথুর (বম্বে)
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

বিশ্ব পরিবেশন সত্ত্বাধিকারী

বিশ্বভারতী পিক্চার্স ওরিয়েন্ট সিনেমা বিল্ডীং, কলিকাতা-১

দুই বেচারা

★ ★ ★ এই পৃথিবীতে ভদ্র-জীবন যাপনের নিরঙ্কুশ পথটি কোথায়.....?

অলোক আর চঞ্চল। পৃথিবীর নিশ্বঃ সমাজের দুটি বন্ধু। এদের ছেঁড়া পকেটে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। কিন্তু নিয়তীর নিদারুণ পরিহাসে এদের দিনগুলি কাটে কোনদিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন অনাহারে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক নোংরা বস্তীর অন্ধকার ঘরে। এই অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতার ভিতর ওরা এলো আরো কাছাকাছি আর পাসাপাশি—হলো দুজনে দুজনের পরম বন্ধু। তাদের অন্তরে আছে বড় হবার দুর্নিবার আকাঙ্খা।

অলোক শিল্পী—জীবনটাকে রঙিন করে তুলতে চায় রঙ আর তুলীর মাধ্যমে। আর বেকার চঞ্চল এই রঙিন সহরের সঙ্গে তার জীবনের রঙ মেলাতে ছুটে মরে অফিস পাড়ায় পাড়ায়।

এই বিচিত্র পরিবেশে অলোক দেখে কোলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী কোটিপতি কিশোরী মোহন চ্যাটার্জীর একমাত্র কন্যা মিলিকে। মিলির অপরূপ সৌন্দর্য্যকে রঙ্ ও তুলি দিয়ে কাগজের বুকে আবদ্ধ করার লোভ সে সামলাতে পারল না। আর সেই পরিবেশেই এক বৈচিত্রময় ঘটনার ভেতর দিয়ে পরিচয় হল চঞ্চলের সঙ্গে মিলির প্রিয় বান্ধবী রমার।

মিলি যখন জানতে পারল তার ছবি আঁকার সংবাদ, তখন সে তার আভিজাত্যের দম্ভে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল অলোক কে আঘাত করতে। কিন্তু প্রতিঘাত নিয়ে ফিরে এল, যখন সে শিল্পী অলোকের সত্যিকারের পরিচয় পেল।

মিলির অনুরোধ এড়াতে পারেনা অলোক, তাই আসতে হয় তাকে ওদের বাড়ী ওর মৃতা মা'য়ের একখানি তৈলচিত্র আঁকতে। মিলি অলোক কে পেতে চায় কাছে—আরো কাছে।

অলোক বস্তীর এক দরিদ্র শিল্পী আর মিলি সহরের কোটিপতির একমাত্র কন্যা। অতএব কোটিপতি কিশোরী চ্যাটার্জী কেন নিশ্চিন্ত হতে চাইবেন না নিজের নির্বাচীত পাত্র তথাকথিত অভিযাত-সমুদায় ভুক্ত অনিমেষের হাতে

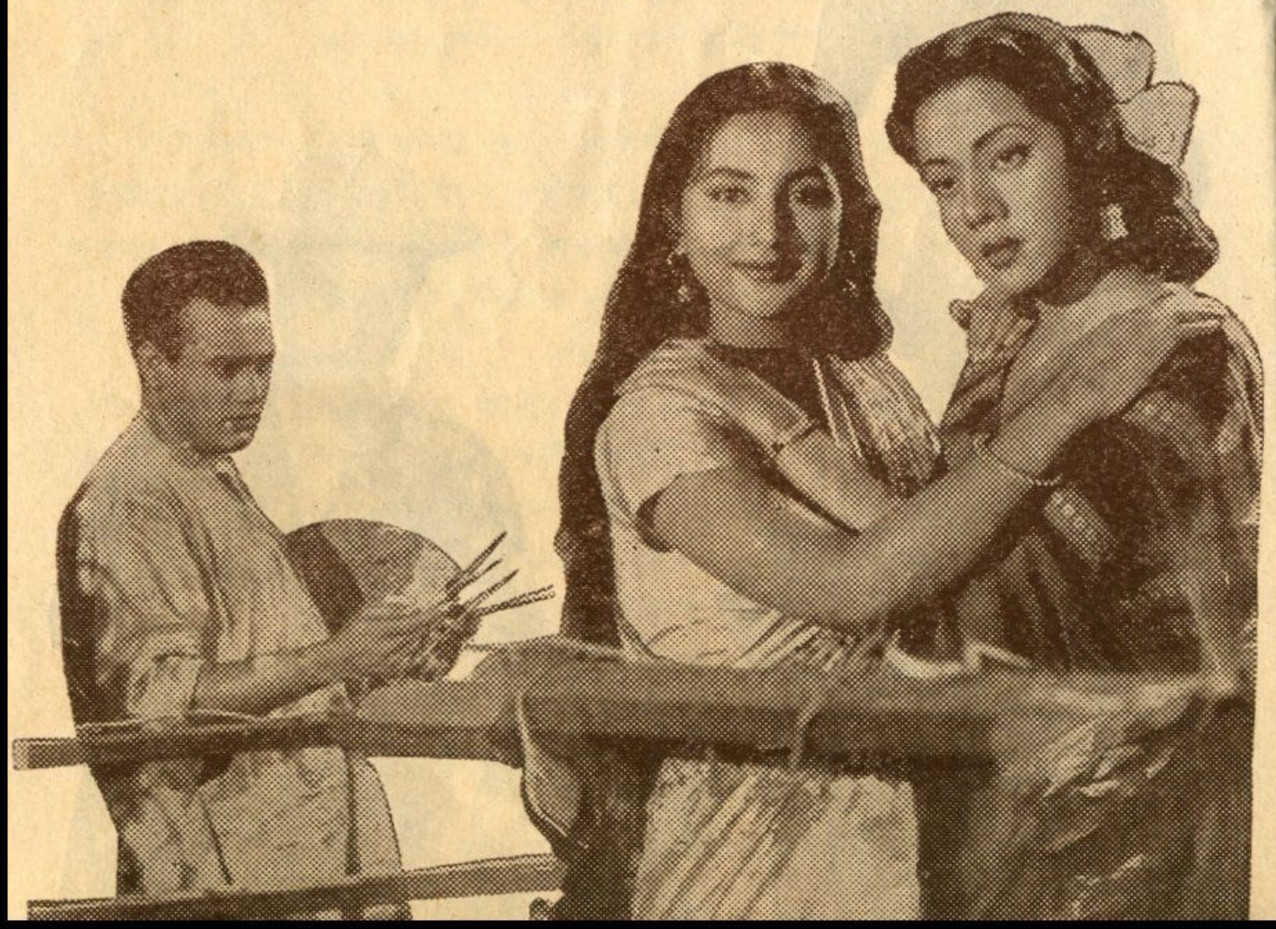

মিলিকে তুলে দিয়ে ? বাপ হয়ে কি করে রাজী হবেন অলোকের মত দরিদ্র নগণ্য শিল্পীর সঙ্গে বিয়ে দিতে নিজের একমাত্র মেয়ের ?

অসম্ভব…!

কিন্তু ? ভেসে গেল কিশোরী মোহনের সব সংকল্প মিলির চোখের জলে। তবুও যাচাই না করে তিনি কিছুই করবেন না।

তাই অলোকের সঙ্গে মিলির বিয়ে দিতে রাজী হলেন এক অদ্ভুত সর্ত্তে—

পঞ্চাশ দিনের ভেতর অলোককে এক লক্ষ টাকা খরচ করে আসতে হবে। খরচ করার নামে বিলিয়ে দেওয়া চলবে না, আর চলবে না অন্যায় ভাবে ওড়ান। প্রতিটি খরচের পেছনে থাকবে প্রয়োজনীয় কারণ।

ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা… !

বন্ধু চঞ্চল এগিয়ে আসে অলোককে সাহায্য করতে। নতুন উদ্দিপনা নিয়ে ওরা এগিয়ে চলে টাকা খরচ করতে। আর ওদের পেছনে পেছনে চলে অনিমেষ ও কিশোরী মোহনের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কিন্তু তখন কি ওরা ভুলেও বুঝেছিল ধনীর খেয়াল খুলে দেবে তাদেরই সামনে কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার…?

ওরা কি জানতো তেলোমাথায় তেল দিতে অভ্যস্ত এই সমাজে টাকার টানে শুধু টাকাই আসে। তাই প্রতিবারেই ওরা হয় ব্যর্থ। টাকার অঙ্ক হু হু করে বেড়ে চলে। আর ক্ষিণ থেকে ক্ষিণতর হয়ে আসে মিলি আর অলোকের সমস্ত আশা। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে অনিমেষ ও কিশোরীমোহনের মন।

ভালবাসার পরিনতি সব সময় মিলনে সফল হয় না। তাই অলোক কে ফিরে যেতে হবে আবার সেই বস্তীতে। চঞ্চল আরও চঞ্চল হ'ল চাকরীর খোঁজে।

সর্ত্ত মত নির্দিষ্ট পঞ্চাশ দিনের শেষে অলোক আসে মিলির বাবার কাছে টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিতে। একলক্ষ টাকা তখন কয়েক লক্ষ টাকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবসায়ী কিশোরীমোহন চ্যাটার্জী এতদিনে অলোক কে পেলেন হাতের মুঠোয়। অলোক কে তিনি জেলে দিতে চাইলেন। কারণ—অলোক শিল্পীর পরিচয়ে তার বাড়ীতে প্রবেশ করে তার একমাত্র মেয়ের অপরিণত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে, তাকে তার মিষ্টি কথার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল...।

—সত্যি কি তাই...?

টাকা খরচ করতে না পারাটা কি এত বড়ই অপরাধ যার জন্য অলোক কে আজ পুলিশের হাতে যেতে হবে।

সততার ও একাগ্রতার মূল্য দিতে তাকে কি এমনি ভাবেই দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে..... ?

সঙ্গীত

[১]

হুলা হুপের খেলা
যে করবে হেলা
চর্বি জমে মুটিয়ে যাবে বুঝবে তখন ঠেলা
হুপ হুপ হুলা হুপের খেলা ॥

দিল্লী, সিলোন, জাভা, জাপান,
বোম্বে কি কোলকাতা
সবাই মিলে প্রচার কর হুলার ব্রত কথা
মিলিয়ে যাবে জরা, কুঁজীয়ে মন্থরা
শরীর ঘিরে বসবে তারও হাজার রূপের মেলা ॥

তন্বী হবে দেহ ওরে কোমর হবে সরু
বাঁকা ভুরুর টানে যে বুক করবে দুরু দুরু।

মা, বোন, মাসি, পিসি, ঠানদিদি, শাশুরী
রোগা-মোটা, সাদা-কালো, কচি কিংবা বুড়ী
যে যেখানেই থাকো, সবাই জেনে রাখো
পার করাবে রূপের নদী হুলা হুপের ভেলা ॥

গীতিকার—তেজোময় গুহ
নেপথ্য-কণ্ঠদানে : গীতা দত্ত (বম্বে)

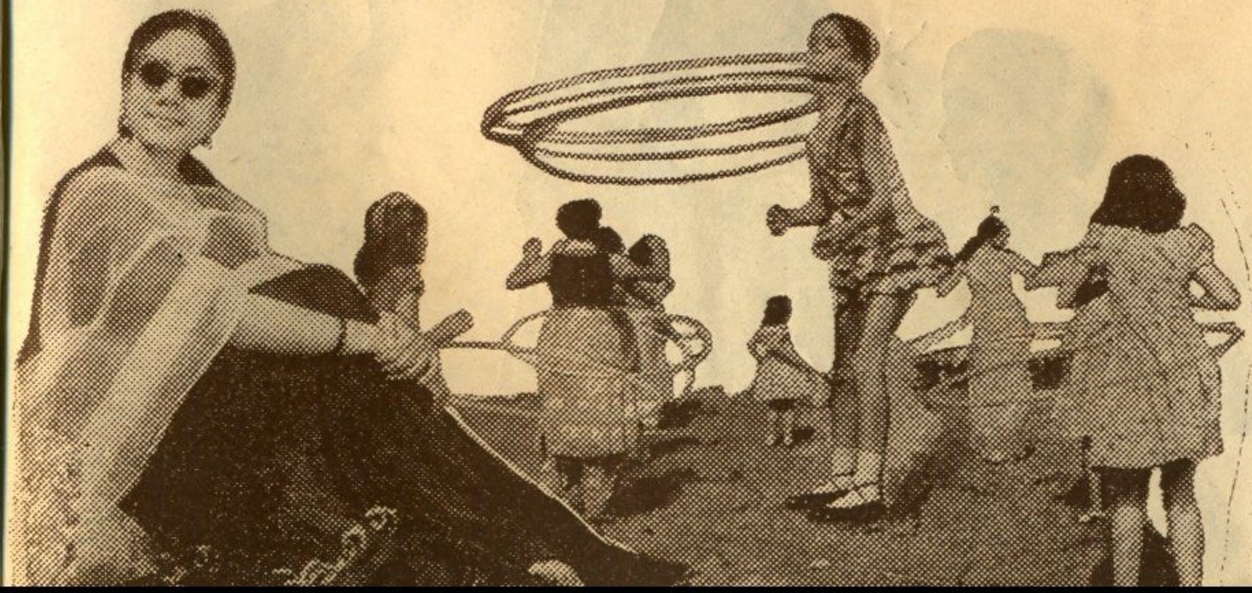

যেওনাগো যদি যাও চলে যাব রুরকী
হাঁস-বক-পায়রা, ইট-চুন-সুরকি
এই নিয়ে গান হবে সেই দিন দূরকি (?) ॥

শিশুপাঠ সুর করে শেষ ভাই
আধুনিক সুর দেয় শেষ নাই
তুমি-আমি শূন্য, সব মুড়ি মুড়কি (!) ॥

সব কিছু বাজী হয়, দুম্-দাম্-হ্যাচ্ছোঃ
তুমি নেই চাঁদ আছে কিগো মুড়ি খাচ্ছো ?

গাধা ডাক গান হ'ল শেষটায়
একি ভুত চেপেছে গো দেশটায়
হাম্বা, হাম্বা, হাম্বা, ঝিক্, ঝিক্-সুরকি (?) ॥

গীতিকার—তেজোময় গুহ
নেপথ্য কণ্ঠদানে—মান্না দে (বম্বে)

করোনা ফেরে, গলীকে মেরে
হঠোনা বোল জী ।
জীগর জলাকে, নজর চূরাকে
কাঁহা চলি হো জী ॥
বাহানে লগায়ে তুনে
দেখিনা বোম্বাই তেরী ।

বুরা হ্যায় বিগড়না হম্সে
চলো এ্যয়সে রূঠোনা
চলো দেখা দুঁ তুম্হে ঘুমা দুঁ
বড়া সহর বোম্বাই ॥

পুরাণা হ্যায় বোরীবন্দর আড্ডা হ্যায়
চোর-উচ্চক্কোঁক
বড়া নাম চোরীচক্কর রেল ধূল আউর ধক্কোকা ।
ও অনোখে তমাসে ইস্কে ক্যায়সে
ইয়ে বোম্বাই তেরী ॥

[ক্রমশঃ]

কিনারে পে চৌপাটী মে ফিল্মী পরীয়াঁ ঘুমে
কাঁহাকো চলি সাবিত্রী পহেনকে উঁচী পত্‌লুনে
ও অনোখে তমাসে ইসকে ক্যায়সে ইয়ে
বোম্বাই তেরী ॥

সরম ভী ইঁহা সরমায়ে ফিরে মারি মারি
সমুন্দরমে ডুবে যাকে মরে বারি বারি
চলো ম্যায় হারি নকল হ্যায় সারি

অজব সহর বোম্বাই
কহাথা হমনে সুনা না তুমনে
চলো ছোড়ো বোম্বাই ॥

গীতিকার—গুলজার (বম্বে)
নেপথ্য কণ্ঠদানে—মান্না দে
ও (বম্বে)
গীতা দত্ত

হায় ওরে বন্ধু—
কাজল রেখায় সাজলে আঁখি থাকে কতক্ষণ
ও রূপ থাকে কতক্ষণ
কাঁদনে যে কালী পড়ে সারাটি জীবন
সে রয় সারাটি জীবন ॥

বৃন্দাবনের ব্যাথার মাঝে, দূর মথুরার বাঁশী বাজে
বিধির কাছে সবাই হারে, শুধু হার মানেনা মন ॥

মিলন বীনা ভালবাসার নেইকো সফলতা
কে বলেছে বল বন্ধু, এমন মিছে কথা ।

মিলন মালা না থাক কাছে,
মনের মিলের মালা আছে
শুকায় না সে যায় না ফেলা এমনই তার বাঁধন ।

গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নেপথ্য কণ্ঠদানে—ভূপেন হাজারিকা

বিশ্বভারতী পিক্‌চার্সে'র আগামী চিত্রসম্ভার !

"হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ— ·· পরিত্রাণ করো
ভেদ চিহ্নের তিলকপরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে ।"
পুরুষোত্তমের এই বাণী বহন করে প্রস্তুতি চলেছে
বিশ্বভারতী চিত্র মন্দির-এর পরবর্ত্তী আকর্ষণ

• পঙ্কতিলক

প্রযোজনা ঃ এইচ্‌, পি, গোয়েঙ্কা
কাহিনী ঃ রাসবিহারী লাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **মঙ্গল চক্রবর্ত্তী**

★

মালা প্রোডাক্সন্সের রঙ্গে-ব্যাঙ্গে ভরা
আধুনিকতমা তন্বী'র উপখ্যান

• সরী ম্যাডাম্‌

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজীৎ
অন্যান্য ভূমিকায় ঃ ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, অনিল চ্যাটার্জী ইত্যাদি
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **দিলীপ বসু**

★

বাংলা চিত্রজগতের অভূতপূর্ব্ব সাফল্য মণ্ডিত ও রজত-জয়ন্তী সম্বর্দ্ধিত
"ভাসের ঘর" এর হিন্দী সংস্করণ বলিষ্ঠতম উপকরণে বর্দ্ধিত
এইচ্‌, পি, গোয়েঙ্কা'র প্রযোজনায়
বিশ্বভারতী চিত্র-মন্দিরের প্রথম হিন্দী চিত্রার্ঘ্য

• ও দিন দূর নহী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **মঙ্গল চক্রবর্ত্তী**

প্রচার পরিচালনা ও সম্পাদনা ঃ জী॰ এস্‌॰ ডী । বিশ্বভারতী পিক্‌চার্স, ২৭ বেন্টিক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।

মূল্য ঃ ১৫ নয়া পয়সা ।